49020 - দুই ঈদরে নামাযরে ক্ষত্রেে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদর্শ

প্রশ্ন

আমি দুই ঈদরে নামাযরে ক্ষত্রেে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে আদর্শ কী সটো জানতে চাই।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুই ঈদরে সালাত ঈদগাহে আদায় করতনে। তনিি ঈদরে সালাত মসজদিে আদায় করছেনে এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

ইমাম শাফয়েি 'আলউম্ম' নামক গ্রন্থে বলছেনে: 'আমাদরে কাছে এই মর্মে রওেয়ায়তে পৌঁছেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুই ঈদরে দনি মদনিার ঈদগাহে যতেনে। তাঁর ওফাতরে পরওে সবাই সটোই পালন করত; যদি না বৃষ্টি বা এ জাতীয় অন্যকোন প্রতবিন্ধকতা না থাকে। মক্কাবাসী ব্যতীত অন্য সব অঞ্চলরে লোকরোও সটোই করতনে।" সমাপ্ত

তনিি তাঁর সবচয়েে সুন্দর পোশাক পরে ঈদরে নামাযরে জন্য বরে হতনে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হুল্লাহ নামক এক সটে পোশাক ছলি। তনিি সটেি পরে দুই ঈদ এবং জুমার সালাত আদায় করতে যতেনে।

হুল্লাহ হচ্ছে-এক জাতীয় কাপড় দয়িে তরৈী দুই অংশবশিষ্টি এক সটে পোশাক।

তনিি ঈদুল ফতিররে সালাত আদায় করতে যাওয়ার আগে খজেুর খতেনে। খজেুরগুলো বজেোড় সংখ্যায় খতেনে। ইমাম বুখারী (৯৫৩) আনাস ইবনে মালকি রাদয়িাল্লাহু আনহু থকেে বর্ণনা করনে যে তনিি বলছেনে: 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদুল ফতিররে দনি সকালবলো খজেুর না খয়েে বরে হতনে না। তনিি বজেোড় সংখ্যক খজেুর খতেনে।"

ইবনে ক্বুদামাহ বলছেনে:

'ঈদুল ফতিররে দনি আগে আগে খাবার খাওয়া মুস্তাহাব্ব- এ ব্যাপারে কোন ভন্নি মত আমাদরে জানা নইে।" সমাপ্ত

ঈদুল ফতিররে দনি নামায আদায়রে আগইে খয়েে ফলোর পছিনে হকিমত হলো- কউে যনে এটি না ভাবে যে সালাত আদায় করা পর্যন্ত না খয়েে থাকা অপরহিার্য। আবার কারো কারো মতে, আগে আগে খাবার খাওয়ার পছিনে হকিমত হল- উপবাসরে মাধ্যমে আল্লাহর নর্িদশে পালন করার পর অনতবিলিম্বে খাবার খাওয়ার নর্িদশে পালন করা।

যদি কোন মুসলিম খেজুর না পায় তাহলে তিনি অন্য যে কোন কিছু এমনকি পানি হলেও পান করবেন। যাতে তিনি অন্তত সুন্নতের মূল উদ্দেশ্যটা অনুসরণ করতে পারেন। তা হল- ঈদুল ফিতরের নামাযের আগে কিছু খাওয়া বা পান করা।

পক্ষান্তরে ঈদুল আযহার দিন তিনি ঈদগাহ থেকে ফেরার আগ পর্যন্ত কিছু খেতেন না। ঈদগাহ থেকে ফেরার পর তিনি কোরবানীর পশুর গোশত খেতেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আরো বর্ণিত আছে যে তিনি দুই ঈদের দিন গোসল করতেন। ইবনুল কাইয়্যিম বলেছেন: "এ সম্পর্কে দুইটি দুর্বল হাদিস রয়েছে...। তবে ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যিনি সুন্নত অনুসরণের ব্যাপারে অত্যন্ত তৎপর ছিলেন, তাঁর থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে তিনি ঈদের দিন নামাযে বের হওয়ার আগে গোসল করতেন।" সমাপ্ত

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পায়ে হেঁটে ঈদের নামাযে যেতেন এবং পায়ে হেঁটে ঈদের নামায থেকে ফিরে আসতেন।

ইবনে মাজাহ (১২৯৫) ইবনে উমর থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন: 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পায়ে হেঁটে ঈদের নামাযে যেতেন এবং পায়ে হেঁটে ঈদের নামায থেকে ফিরে আসতেন।'[আলবানী সহীহ ইবনে মাজাহ গ্রন্থে এ হাদিসকে হাসান বলে আখ্যায়িত করেছেন।]

ইমাম তিরমিযী (৫৩০) আলী ইবনে আবু ত্বালিব থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন:'ঈদের নামাযে হেঁটে যাওয়া সুন্নত।" [আলবানী সহীহ তিরমিযী' গ্রন্থে এ হাদিসকে হাসান বলে আখ্যায়িত করেছেন।]

ইমাম তিরমিযী আরো বলেছেন:

'অধিকাংশ আলেম এই হাদিস অনুসরণ করেছেন এবং ঈদের দিন পায়ে হেঁটে সালাত আদায়ের জন্য বের হওয়াকে মুস্তাহাব্ব হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন . . .। কোন গ্রহণযোগ্য অজুহাত ছাড়া যানবাহন ব্যবহার না-করা মুস্তাহাব্ব।"

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদগাহে পৌঁছেই নামায শুরু করে দিতেন। আযান, ইকামত অথবা "আসসালাতু জামেআ" (নামাযের জামাতে হাজির হও) এ ধরনের কোন ঘোষণা দিতেন না। তাই এগুলোর কোনটি না-করাই সুন্নত।

তিনি ঈদগাহে ঈদের নামাযের আগে বা পরে আর কোন নামায আদায় করতেন না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খোতবা দেয়ার আগে নামায শুরু করতেন। দুই রাকাত সালাতের প্রথম রাকাতে তাকবীরে তাহরীমাসহ পরপর সাতটি তাকবীর দিতেন। প্রতি দুই তাকবীরের মাঝে কিছু সময় বিরতি দিতেন। দুই তাকবীরের মাঝখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশেষ কোন দু'আ পড়েছেন বলে বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে ইবনে মাসঊদ হতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন: 'আল্লাহর প্রশংসা করবে, সানা পড়বে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দরুদ পাঠ করবে।"

সুন্নতরে অনুসরণরে ব্যাপারে অত্যন্ত সচতেন ইবনে উমর (রাঃ) প্রতি তাকবীররে সাথে হাত উঠাতনে।

তাকবীর বলার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআন তলোওয়াত করতনে। প্রথমে সূরা ফাতহিা পাঠ করতনে। তারপর দুই রাকাতরে যে কোন এক রাকাতে "ক্বাফ ওয়াল ক্বুর'আনলি মাজীদ" (৫০ নং সূরা ক্বাফ) এবং অপর রাকাতে "ইক্বতারাবাতসি সা'আতু ওয়ান শাক্বক্বাল ক্বামার" (৬৪ নং সূরা ক্বামার) তলোওয়াত করতনে। আবার কখনো "সাব্বহিস্মি রাব্বকিাল আ'লা" (৮৭ নং সূরাহ আল-আ'লা) ও "হাল আতাকা হাদীসুল গাশয়িাহ" (৮৮নং সূরা আল- গাশয়িাহ) দয়িে দুই রাকাত নামায পড়তনে। সহীহ রওেয়ায়তে এ সূরাগুলোর কথা পাওয়া যায়। এছাড়া আর কোন সূরার কথা সহীহ বর্ণনায় পাওয়া যায় না। ক্বরিাত শষে করার পর তনিি তাকবীর বলে রুকূ' করতনে। এরপর সইে রাকাত শষে করে উঠে দাঁড়ানোর পর পরপর পাঁচটি তাকবীর দতিনে। পাঁচবার তাকবীর দয়ো শষে করার পর তলোওয়াত করতনে। অতএব প্রত্যকে রাকাতরে শুরু করতনে তাকবীর দয়িে। তলোওয়াতরে পরপরই রুকূ' করতনে।

ইমাম তরিমযিি একটি হাদসি সংকলন করছেনে কাছীর ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আওফ এর সূত্রে, তনিি তাঁর বাবা থকেে, তনিি তাঁর দাদা থকেে যে- "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুই ঈদরে সালাতে প্রথম রাকাতে কুরআন তলোওয়াতরে পূর্বে সাতবার তাকবীর দতিনে এবং অপর রাকাতে কুরআন তলোওয়াতরে পূর্বে পাঁচবার তাকবীর দতিনে।" ইমাম তরিমযিি বলনে: "আমি মুহাম্মাদকে অর্থাৎ ইমাম বুখারীকে এই হাদসি সম্পর্কে জজ্ঞিসে করছেলিাম। তনিি বলছেনে: "এই বষিয়ে এর চয়েে সহীহ আর কোন হাদসি নইে এবং আমি নজিওে এই মত পোষণ করি।" সমাপ্ত

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সালাত শষে করতনে তখন তনিি ঘুরে সবার দকিে মুখ করে দাঁড়াতনে। সবাই তখন নজি নজি কাতারে বসে থাকত। তখন তনিি তাদরেকে উপদশে দতিনে, নসীহত করতনে, আদশে করতনে ও নষিধে করতনে, কোন মশিন পাঠাতে চাইলে সে নর্দিশে দতিনে অথবা কাউকে অন্য কোন আদশে করতে চাইলে সে ব্যাপারে আদশে করতনে। সখোনে কোন মম্বির রাখা হত না যার উপর তনিি দাঁড়াবনে অথবা মদনিার মম্বিরও এখানে আনা হত না। বরং তনিি মাটরি উপর দাঁড়য়িইে তাদরে উদ্দশ্যে খোতবা দতিনে।

জাবরে (রাঃ) বলনে: "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে সাথে ঈদরে সালাতে উপস্থতি ছলিাম। তনিি খোতবার আগে আযান ও ইক্বামাত ছাড়া সালাত শুরু করলনে। নামাযরে পর বলিালরে কাঁধে হলোন দয়িে দাঁড়ালনে। তারপর তনিি আল্লাহকে ভয় করার আদশে দলিনে, আনুগত্য করার ব্যাপারে উৎসাহতি করলনে, মানুষকে নসীহত করলনে, আখরোতরে কথা স্মরণ করয়িে দলিনে। এরপর তনিি মহলিাদরে কাছে গলেনে, তাদরেকে আদশে দলিনে ও আল্লাহর কথা স্মরণ করয়িে দলিনে।"[সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলমি]

আবু সাঈদ খুদরী রাদয়িাল্লাহু আনহু বলছেনে: "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদুল ফতির ও ঈদুল আযহার দনি ঈদগাহে যতেনে। প্রথমে নামায আদায় করতনে। নামায শষেে লোকদরে দকিে মুখ করে দাঁড়াতনে। তখন লোকেরো সবাই কাতারে

বসে থাকত।”[এই হাদসিটি ইমাম মুসলমি বর্ণনা করছেনে।]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সকল বক্তৃতা আল্লাহর প্রশংসা দয়িে শুরু করতনে। এমন একটি হাদসিও পাওয়া যায়নি যে, তনিি দুই ঈদরে খোতেবা তাকবীর দয়িে শুরু করছেনে। বরং ইবনে মাজাহ তাঁর সুনান গ্রন্থে (১২৮৭) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মুয়াজ্জনি সাদ আল-ক্বারাজ থকেে বর্ণনা করছেনে: “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খোতেবার মাঝখানে তাকবীর পাঠ করতনে এবং দুই ঈদরে খোতেবায় তনিি বশেি বশেি তাকবীর বলতনে।” [আলবানী ‘জয়ীফু ইবনে মাজাহ’ গ্রন্থে এ হাদসিকে দুর্বল হসিবেে চহ্নিতি করছেনে] এই হাদসিটি দুর্বল হলওে এতে এমন কোন ইঙ্গতি পাওয়া যায় না যে তনিি ঈদরে খোতেবা তাকবীর দয়িে শুরু করতনে।]

আলবানী ‘তামামুল মন্নিাহ’ গ্রন্থে বলনে: “এই হাদসিটি ইঙ্গতি করে না যে ঈদরে খোতেবা তাকবীর দয়িে শুরু করা শরয়িতসম্মত। উপরন্তু এ হাদসিটরি সনদ দুর্বল। এতে এমন একজন রাবী আছনে যনিি যয়ীফ (দুর্বল) এবং অপর একজন রাবী মাজহুল (অজ্ঞাতপরচিয়)। তাই এ হাদসিকে খোতেবাচলাকালীন সময়ে তাকবীর বলা সুন্নাহ হওয়ার ব্যাপারে প্রমাণ হসিবেে ব্যবহার করা জায়যে নয়।”

ইবনুল ক্বাইয়মি (রহঃ) বলছেনে: ‘দুই ঈদ ও ইস্তস্কি্বা’ (বৃষ্টি প্রার্থনার নামায) এর খোতেবা কি দয়িে শুরু হবে তা নয়িে আলমেগণ বভিন্নি মত পোষণ করছেনে। কউে কউে বলছেনে, উভয় (দুই ঈদ ও ইস্তস্কি্বা) খোতেবা তাকবীর দয়িে শুরু হবে। কউে কউে বলছেনে, ইস্তস্কি্বা’ (বৃষ্টি প্রার্থনার নামায) এর খোতেবা ইস্তগিফার (ক্ষমা প্রার্থনা) দয়িে শুরু হবে । আবার কউে বলছেনে, উভয় (দুই ঈদ ও ইসতসিক্বা এর) খোতেবা আল্লাহর প্রশংসা দয়িে শুরু হবে। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইময়িা বলনে: এই মতটি সঠকি...। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সব খোতেবা আল্লাহর প্রশংসা দয়িে শুরু করতনে।’সমাপ্ত

যারা ঈদরে সালাতে উপস্থতি হয়ছেনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদরেকে বসে খোতেবা শুনা অথবা খোতেবা না-শুনে চলে যাওয়ার অনুমতি দয়িছেনে।

আবু দাউদ (১১৫৫) আবদুল্লাহ ইবনে আল-সায়বি থকেে বর্ণনা করছেনে যে, তনিি বলনে: “আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে ঈদরে সালাতে উপস্থতি ছলিাম। তনিি সালাত আদায় শষে করে বললনে, “আমরা এখন খোতেবা (বক্তৃতা) দবি। আপনাদরে কউে ইচ্ছা করলে বসে খোতেবা শুনতে পারনে। আর কউে চাইলে চলে যতেে পারনে।”[আলবানী এ ‘সহীহ আবু দাউদ’ গ্রন্থে হাদসিকে সহীহ বলে আখ্যায়তি করছেনে।]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদরে দনি (আসা-যাওয়ার জন্য) ভন্নি ভন্নি পথ ব্যবহার করতনে। তনিি এক রাস্তা দয়িে ঈদগাহে যতেনে এবং আরকে রাস্তা দয়িে ফরিে আসতনে। ইমাম বুখারী (৯৮৬) জাবরি ইবনে আব্দুল্লাহ রাদয়িাল্লাহু আনহুমা থকেে বর্ণনা করছেনে যে, তনিি বলনে: ‘ঈদরে দনিে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলাদা

আলাদা রাস্তা ব্যবহার করতনে।”